ISSN 2072-3334
Development Compilation
Vol. 02. No. 01. August 2009

মুক্তিযুদ্ধে জনমতের ভূমিকা : একটি পর্যালোচনা

মোঃ জসিম উদ্দীন মৃধা*

(সারসংক্ষেপ : বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে জনমতের ভূমিকা ছিল অত্যন্ড় তাৎপর্যবাহী। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহবানে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলে স্বাধীনতাকামী জনগণের সঙ্গে প্রবাসী সরকারের যোগাযোগের গুর"ত্বপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য মাধ্যম ছিল স্বাধীনতা বাংলা বেতার কেন্দ্র ও মুজিবনগর সরকারের বিভিন্ন মুক্তাঞ্চল এবং যুক্তরাজ্য ও কানাডা থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ কালুরঘাট ট্রান্সমিটারে জন্ম নেওয়া স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী, কর্মীও কলাকুশলীগণ এবং গণমাধ্যম যে অনন্য ভূমিকা রেখে গেছে জাতি চিরদিন তা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। দু'টি পর্যায়ে বিভক্ত এ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত বাংলা ও ইংরেজি খবর ছাড়াও সংগ্রামী মুক্তি যোদ্ধাদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান, বঙ্গবন্ধুর বাণী, দেশাত্ববোধক গান, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ও পাকিস্ড়ান বিরোধী সঙ্গীত পরিবেশন, বুদ্ধিজীবিদের নিয়মিত বিভিন্ন প্রোগ্রাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, মুক্তি যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি, সংগ্রামী ছাত্র নেতার ভাষণ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত বিখ্যাত স্ে"াগান, বিভিন্ন সংবাদ পত্রের ক্ষুরধার প্রকাশনী এবং পাকিস্ড়ান বিরোধী বিভিন্ন সংপাদকীয় মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী এবং মুক্তিযুদ্ধের সহযোগী ও সমর্থনকারী সকলকে উজ্জীবিত ও ঐক্যবদ্ধ রাখে যা মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের জন্য সকলকে আশান্বিত করে। ফলে মাত্র নয় মাসের সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্যেদিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়।)

স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা বাঙালি জাতির শ্রেষ্ট অর্জন। বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রামের পর ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে তাঁরই আহবানে সাড়া দিয়ে আপামর বাঙালি জনসাধারণ পাকিস্ড়ানী হানাদার বাহিনীর বির"দ্ধে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাত থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ড় প্রত্যক্ষ মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর মানচিত্রে জন্ম নিয়েছে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। এজন্য পরিবেশ পরিস্থিতি বিবেচনায় দীর্ঘ পরিকল্পনা, নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রাম ও সবশেষে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের জন্য পরিকল্পিত উপায়ে অগ্রসর হয় বাঙালী জাতি। তদানীন্ড়ন পাকিস্ড়ানী শাসকদের শোষণ বঞ্চনা অপশাসন থেকে মুক্তির লক্ষ্যে বাংলার জনগণকে সুসংগঠিত করে পরিকল্পিত ভাবে সংগ্রাম পরিচালনার ক্ষেত্রে বাঙালির শত বছরের রাজনৈতিক ইতিহাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অতুলনীয় ভূমিকা পালন করে।

* প্রভাষক, দর্শন বিভাগ, বলিহার ডিগ্রি কলেজ, নওগাঁ।

১৯৭০ সালে পাকিস্ড়ানী কাঠামোর মধ্যে নির্বাচনে পূর্ববাংলার জনগণ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে স্বায়ত্বশাসনের পক্ষে নিরংকুশ রায় প্রদান করলেও শাসক গোষ্ঠী বাঙালি নেতৃত্ব তথা বঙ্গবন্ধুর হাতে ক্ষমতা হস্ড়ান্ড়রে টালবাহানা শুরু করলে বঙ্গবন্ধু জনগণকে মানসিকভাবে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করেন এবং নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ থেকে অসহযোগ আন্দোলনের শুর"র প্রাক্কালে দেশের মানুষকে চুড়ান্ড় স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দেন। পরে তিনি ঐতিহাসিক ৭ মার্চ তৎকালিন রেসকোর্স (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ময়দানে স্মরণকালের বৃহত্তম জনসমাবেশে ঘোষণা করেন "আমাদের এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" এই ঘোষণার পর মূলত প্রত্যক্ষ মুক্তিসংগ্রামের প্রস্তুতি শুর" হয়ে যায় এবং এ যুদ্ধ জনযুদ্ধে রূপ নেয়। এ যুদ্ধে সর্বস্ড়রের জনগণের পাশাপাশি জনমতের ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য।

জনমত গঠন

যে কোন যুদ্ধে বিজয়ের জন্য প্রচার মাধ্যম একটি গুর"ত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করে। প্রচারের উপর গড়ে ওঠে যুদ্ধরত সৈনিক ও গণমানুষের মনোবল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বাঙালিদের মনোবল রক্ষায় প্রচার মাধ্যম গুলো মুক্তিযুদ্ধে গুর"ত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল যা পরোক্ষভাবে মুজিবনগর সরকারেরই প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে। মুজিব নগর সরকারের তত্ত্বাবধানে কিছু প্রচারকার্য ছাড়াও বেসরকারীভাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সংস্থা ও সংগঠন মুক্তিযুদ্ধে বাঙালির মনোবল বৃদ্ধি করার জন্য বিভিন্নভাবে কর্ম সম্পাদন করেছিল। এ জন্য এ দেশের জনগণ ও মুক্তিযোদ্ধারা অস্ত্রের বলে যতটা বলবান ছিল, তার চেয়ে বেশি শক্তি ও সাহস সঞ্চয় করেছিল বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম থেকে। জনমত প্রধানতঃ দু'ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

১) বেতার মাধ্যম ও
২) গণ মাধ্যম

বেতার মাধ্যম

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বেতার মাধ্যমের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ২৬ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর (১৯৭১) পর্যন্ড় বিভিন্ন বেতার কেন্দ্র জনগণের মনোবল রক্ষায় ও মুক্তিযোদ্ধাদের সাহস সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে অনন্য সাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। পাকিস্ড়ানী হানাদারদের, বিশেষ করে রেডিও পাকিস্ড়ানের অপ প্রচারের মোকাবেলায় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ছাড়াও অন্যান্য বেতার বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। তাই স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা পালনকারী বেতার মাধ্যমকে প্রধানঃ দু'ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

ক) স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র
খ) আকাশবাণী ও বিবিসি।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র

একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধের দ্বিতীয় ফ্রন্ট হিসেবে কাজ করেছে স্বাধীনবাংলা বেতারকেন্দ্র। সাড়ে সাত কোটি বাঙালি যখন পাকিস্ড়ানী হানাদার বাহিনীর আক্রমণে দিশেহারা শোকাকুল কামানের গোলার আঘাতে ঢাকার রাজার বাগ সহ দেশের অন্যান্য পুলিশ লাইন সমূহ ভস্মীভূত এবং যখন ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ই-পি-আর এর কিছু বঙ্গ

সম্ভ্রন সম্পূর্ণ অন্ধভাবে স্ব স্ব দায়িত্বে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছিলেন, অন্ধভাবে মৃত্যুর ঝুকি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন প্রতিরোধ সংগ্রামে, ঠিক তখনই চট্টগ্রামের কালুরঘাট ট্রান্সমিটারে জন্ম নিয়েছিল স্বাধীন বাংলা বিপণ্ঢবী বেতার কেন্দ্র। স্বাধীন বাংলার বেতার কেন্দ্রের জন্ম ২৬ মার্চ (১৯৭১) জন্মলগ্নে অবশ্য এর নাম দেয়া হয়েছিল স্বাধীন বাংলা বিপণ্ঢবী বেতার কেন্দ্র।[১]

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতা যুদ্ধ শুর“ হলে স্বাধীনতাকামী জনগণের সঙ্গে প্রবাসী সরকারের যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম ছিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে এই বেতারকেন্দ্র জনগণের মনোবল অটুট রাখতে যথেষ্ট সাহায্য করে। এই বেতার কেন্দ্র পাকিস্ড়নী হানাদার বাহিনীর বির“দ্ধে অস্ত্র ধরতে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে মুক্তিযোদ্ধাদের মনে সাহসের সঞ্চার করে এবং মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের বিজয় অর্জন হবেই এমন আশাবাদ প্রচার করতে থাকে।

২৫ মার্চের সেই ভয়াল কালো রাত্রিতে পাকিস্ড়নী হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর আক্রমন ও গণহত্যার পাশাপাশি রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও সিলেট বেতার কেন্দ্র সমূহ বন্ধ করে দেয়। পর দিন ২৬ মার্চ (১৯৭১) তৎকালিন রেডিও পাকিস্ড়ানী চট্টগ্রাম কেন্দ্রের শিল্পী ও স্ক্রিপ্ট-রাইটার বেলাল মোহাম্মদের নেতৃত্বে কিছু বেতার কর্মী চট্টগ্রামের কালুর ঘাটস্থ ১০ কিলোওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন[২] বেতার সম্প্রচার কেন্দ্রটি দখল করেন। জনাব বেলাল মোহাম্মদের সহকর্মীরা হলেন[৩] আবুল কাসেম সন্দ্বীপ, আমিনুর রহমান, সৈয়দ আব্দুস শাকের, মুস্ড়ফা আনোয়ার, রাশেদুল হোসেন, আব্দুলণ্ঢাহ্ আল ফার“ক, রেজাউল করিম, শারফুজ্জামান ও কাজী হাবিবুদ্দিন। কালুর ঘাট কেন্দ্রের প্রথম প্রচারটি ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা সংক্রান্ড়। তৎকালীন চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এম.এ হান্নান ২৬ মার্চ কালুর ঘাট কেন্দ্র থেকে তাঁর নিকট ওয়ারলেস-এর মাধ্যমে প্রেরিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর স্বাধীনতার ঘোষণা সংক্রান্ড় বাণী প্রচার করেন। অধিবেশটির স্থিতিকাল ছিল ৬ থেকে ৭ মিনিট।[৪] এই কেন্দ্র থেকে ২৭ মার্চ সান্ধ্য অধিবেশনে মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন।[৫] বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ভূমিকা সম্পর্কে বেলাল মোহাম্মদ তাঁর লেখা "স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র" নামক গ্রন্থে উলেণ্ঢখ করেন, না বলে উপায় নেই যে, আমাদের সামগ্রিক মুক্তিযুদ্ধই ছিল একটি স্বত:স্ফূর্ত ব্যাপার। নিতান্ড়ই আকস্মিকভাবে আক্রান্ড় একটি জাতি আত্মরক্ষার তাগিদে যা করেছে সেটাই আমাদের মুক্তিযুদ্ধ এবং তারই কল্যাণে একটি রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন সাধনের পরিবেশ গড়ে উঠেছে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রও তেমনি একটি তাগিদের ফসল। ২৬ মার্চে (১৯৭১) স্বত:স্ফূর্তভাবেই আমরা কতিপয় নাগরিক চট্টগ্রামের কালুরঘাট ট্রান্সমিটার ভবনে গিয়ে এই কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কাজটি করে বসি। যে কেন্দ্র মারফতে মরহুম এম.এ হান্নানের দূরদর্শী ভাষণ এবং ২৭ মার্চ তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমানের ঐতিহাসিক ঘোষণা প্রচারের ও প্রাথমিক ভাবে অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদের কর্মচাঞ্চল্যের পরিবেশ গড়ে ওঠে এবং ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ড় যে কার্যক্রম অব্যাহত থাকে ক্রমবর্ধিত আকারে। পরবর্তী কালে তা মুক্তি যুদ্ধের জন্যে এক গুর“ত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য উদ্যম বলে বিবেচিত হয়।

'স্বাধীন বাংলা বেতার' বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে যে অনন্য ভূমিকা রেখে গেছে জাতি তা চিরদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। 'স্বাধীন বাংলা বেতারের' "জয় বাংলা, বাংলার জয়"–এর সূচক সুরটি যখন রেডিও, ট্রানজিষ্টারে বেজে উঠত তখন দেশের মানুষ কি উৎসাহ, আনন্দ, সাহস ও আশায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠতেন তার প্রমাণ বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কৃতিত্ব ও অবদান মূল্যায়ন প্রসঙ্গে শামসুল হুদা চৌধুরী লিখেছেন।[৬]

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ভূমিকা ছিল অত্যন্ড় তাৎপর্যবাহী। এই বেতার কেন্দ্রের শব্দ সৈনিকগণ সাড়ে সাত কোটি মুক্তিকামী বাঙালির মনোবলকে অক্ষুন্ন রাখার জন্য দিবারাত্র কাজ করেছেন। তাঁদের ক্ষুরধার প্রচার মুক্তিযুদ্ধের গতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে সর্বাত্বভাবে। এই বেতার কেন্দ্রের একেকটি শব্দ ইথার ভেদ করে বেরিয়ে এসেছে এক একটি বুলেট হয়ে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইউনিটগুলি এবং শত্রু কবলিত এলাকার সাথে যোগসূত্র বজায় রেখেছিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ..... এই বেতার কেন্দ্র দীর্ঘ ন'মাস ধরে অমিততেজ, ওজস্বিনী ভাষা আর দৃপ্ত কণ্ঠে জঙ্গি অনুষ্ঠান প্রচারের মাধ্যমে বাংলার অপামর জনগণ ও এর অতন্দ্র প্রহরী মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বক্ষণিক অনুপ্রেরণা দিয়ে, সাহস দিয়ে, দিশেহারা মুক্তিকামী বাঙ্গালিকে বিজয়ের সিংহদ্বারে পৌঁছে দিয়েছে .....।

স্বাধীন বাংলা বেতারকে দুটো পর্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রথম ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে ২৫ মে পর্যন্ড় এবং দ্বিতীয়, ২৬ মে থেকে স্বাধীনতা প্রাপ্তি পর্যন্ড়।[৭] মুক্তিযুদ্ধের মতই স্বাধীন বাংলা বেতার স্বতঃস্ফুর্তভাবেই রূপ নেয়।

মুজিব নগরে অস্থায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১০ এপ্রিল (১৯৭১) গঠিত হয় এবং ১৭ এপ্রিল (১৯৭১)[৮] কুষ্টিয়ার বর্তমান মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথ তলায় এই অস্থায়ী সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশের পর মুক্তিযুদ্ধের প্রচার জোরদার করার উদ্দেশ্যে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রকে নতুন করে সংগঠনের দায়িত্ব অর্পিণ হল জনাব আব্দুল মান্নান এম.এন.এর ওপর। এই বেতার কেন্দ্রের পরোক্ষ উপদেষ্টা ছিলেন সর্ব জনাব

[১] মোঃ ফায়েক উজ্জামান, মুজিবনগর সরকার ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, অপ্রকাশিত পি-এইচ.ডি থিসিস, (রাজশাহী: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ২০০৪),পৃ. ২৫৬-২৫৭।

[২] ড. মো. মাহবুবর রহমান, বাংলাদেশের ইতিহাস (১৯৪৭-৭১) (ঢাকা: সময় প্রকাশন, ১৯৯৯), পৃ. ২৩৪।

[৩] বেলাল মোহাম্মদ, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র (ঢাকা: ফুলদল প্রকাশনী, ১৯৮৩),পৃ. ২৪।

[৪] ড. আনোযার“ল ইসলাম, স্বাধীনতার ঘোষণা ও বঙ্গবন্ধু, প্রকাশক: রওশন আরা চৌধুরী কৃষিবিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ, ১৯৯২, পৃ. পরিশিষ্ট-খ. ৩১।

[৫] ড. মো. মাহবুবর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৩।

[৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৫।

[৭] বেলাল মোহম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

[৮] শামসুল হুদা চৌধুরী, মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর (ঢাকা: বিজয় প্রকাশনী, ১৯৮৫), পৃ. ১১৪।

জিলণ্টুর রহমান (এম.এন.এ), মোহাম্মদ খালেদ (এম.এন.এ) এবং তাহের উদ্দিন ঠাকুর (এম.এন.এ)।

পূর্ণ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে মুজিব নগরে পঞ্চাশ কিলোওয়াট মধ্যম তরঙ্গ শক্তি সম্পন্ন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শুভ সূচনা হয়েছিল **১৯৭১** সালের ২৫ মে। দৈনিক সকাল ৭টা ও সন্ধে ৭টা এ দুই অধিবেশনে শুর‌্ু হয় এ অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠান সূচীতে অন্তর্ভূক্ত হয় বাংলা ও ইংরেজী খবর, সংগ্রামী মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান 'অগ্নিশিখা' 'চরমপত্র' বিশেষ কথিকা, বঙ্গবন্ধুর বাণী এবং দেশাত্নবোধক গানের অনুষ্ঠান 'জাগরণী'।[৯]

যে সকল বুদ্ধিজীবি নিয়মিত বিভিন্ন প্রোগ্রাম করেছেন তাঁদের মধ্যে উলেণ্টখ যোগ্য হলেন,[১০] সৈয়দ আলী আহসান, প্রফেসর মাযহার‌্ুল ইসলাম অধ্যাপক আবুল হাফিজ। রণেশদাসগুপ্ত, আব্দুল গাফফার চৌধুরী ড. এ.আর মলিণ্টক, ড. আনিসুজ্জামান, ব্যারিষ্টার মওদুদ আহম্মদ, ড. অজয় রায়, সন্ড়্রেষগুপ্ত, আইভি রহমান, মুসতারীসফি প্রমুখ।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের মূল লক্ষ্য ছিল মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী এবং মুক্তিযুদ্ধের সহযোগী ও সমর্থণকারী সকলকে উজ্জীবিত করা এবং উজ্জীবিত রাখা, সকলকে ঐক্যবদ্ধ রাখা, মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের জন্য সকলকে আশান্বিত করা। এ লক্ষ্যেই মুজিব নগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্র প্রধান সৈয়দ নজর‌্ুল ইসলাম, প্রধান মন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদ, অর্থমন্ত্রী এম, মনসুর আলী প্রমুখের ভাষণ ও বাণী প্রচার করা হতো 'জন প্রতিনিধির কণ্ঠ' শীর্ষক অনুষ্ঠানে। মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি আতাউল গণি ওসমানীর ভাষণও এই কেন্দ্র থেকে প্রচার করা হয়।[১১]

স্বাধীনতা যুদ্ধে সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালী ও মুক্তি বাহিনীর মধ্যে মনোবল ও প্রেরণা সঞ্চারের জন্য গানের ভূমিকা ছিল অসাধারণ। যাঁরা গান অথবা কবিতা লিখে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রকে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন,[১২] সেকান্দর আবু জাফর, আব্দুল গাফফার চৌধুরী, নির্মলেন্দু গুণ, মহাদেব সাহা, আসাদ চৌধুরী, টি.এইচ শিকদার সারওয়ার জাহান, মাহবুব তালুকদার, শহীদুল ইসলাম, বেলাল মোহাম্মদ, আবুল কাশেম সন্দীপ, মুস্ড়্রফিজুর রহমান, মোহাম্মদ শাহ্ বাঙ্গালী, প্রণদিত বড়ুয়া, এস.এম. আবুদল গণি বোখারী, মিজানুর রহমান চৌধুরী, নওয়াজেশ হোসেন, গণেশ ভৌমিক মাকসুদ আলী সাঁই, সবুজ চক্রবর্তী, বিপণ্চব দাস, বিপ্রদাশ বড়ুয়া, রফিক নওশাদ, অধ্যাপক অসিত রায় চৌধুরী, মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, প্রণব চৌধুরী, অরূপ তালুকদার নাসিম চৌধুরী, কাজী রোজী এবং আরো অনেকে। এ ছাড়া যে সব নেপথ্য গীতিকার স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে অংশ নেননি, কিন্তু যাঁদের রচিত গান স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে গীত হয়েছে

[৯] শামসুল হুদা চৌধুরী, একাত্তরের রণাঙ্গন (ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ২০০১), পৃ. ১৬৫।

[১০] ড. মো. মাহবুবর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৪।

[১১] শামসুল হুদা চৌধুরী, মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩।

[১২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩-১২৪।

তাঁদের মধ্যে ছিলেন গাজী মাযহার‌্ুল আনোয়ার, গৌরী প্রসন্ন মজুমদার, আব্দুল লতিফ, ফজল-এ-খোদা গোবিন্দ হালদার, নইম গওহর, সলিল চৌধুরী, শ্যামল দাশ গুপ্ত, ড. মোহাম্মদ মনির‌্ুজ্জামান, কবি আজিজুর রহমান, হাফিজুর রহমান ও আরও অনেকে।

আবার যারা সংগীতে অথবা পুঁথি পাঠে অথবা আবৃতিতে কণ্ঠ দান কিংবা সংগীত পরিচালনার মূল্যবান অবদান রেখে মুক্তিযোদ্ধাও দেশ কর্মীর মনে সাহস যোগাতেন তাদের মধ্যে ছিলেন,[১৩] সংগীত পরিচালনায় সমর দাশ, সংগীত পরিচালনা ও কণ্ঠদানে আব্দুল জব্বার, অজিত রায়, আপেল মাহমুদ, রথীন্দ্রনাথ রায়, মান্না হক, এম.এ মান্নান, পুথি পাঠে মোহাম্মদ শাহ্ বাঙালী, আবৃতিতে অতিথি শিল্পী কাজী সব্যসাচী (কাজী নজর‌্ুল ইসলামের জ্যেষ্ঠ পুত্র), মুজিব বিন হক, নিখিল রঞ্জন দাস (ধারাবর্ণনা)। একক বা সমবেত কণ্ঠদানে শাহ আলী সরকার, সনজিদা খাতুন, কল্যাণী ঘোষ, অনুপ কুমার ভট্টাচার্য, মঞ্জুর আহমদ, কাদেরী কিবরিয়া, সুবলদাশ, হরলাল রায়, এস.এম.এ গনি বোখারী, মলয় কুমার গাঙ্গুঁলী শাহীন মাহমুদ অনিলচন্দ্র দে, হেনা বেগম, মফিজ অঙ্গুঁর লাকী আকন্দ স্বপ্নরায়, মালাখান, রূপাখান, মাধুরী আচার্য নমিতা ঘোষ, ইন্দ্রমোহন রাজবংশী, আবু নওসের রমা ভৌমিক, মনোয়ার হোসেন, অজয় কিশোর রায়, কামাল উদ্দিন, ইকবাল আহমদ, রঞ্জন ঘটক, মনোরঞ্জন ঘোষাল, লায়লা জামান, এম.এ খালেক, মাকসুদ আলী সাঁই, ফকির আলমগীর, মলয় ঘোষ দস্ড়্রিদার, সুব্রতসেন গুপ্ত, উমা চৌধুরী, রফিকুল আলম, প্রবাল চৌধুরী, কল্যাণী মিত্র, সকিনা বেগম, রেজওয়ানুল হক, অনীতা বসু, রিজিয়া সাইফুদ্দিন, রেহানা বেগম মোস্ড়্ফা তানুজ, শাফাউন নবী, সাইদুর রহমান, কাঞ্চন তালুকদার, মুকুল চৌধুরী, মিতালী মুখার্জী, মলয় গাঙ্গুঁলী, তপন ভট্টাচার্য, মামুনাল চৌধুরী, আফরোজা মামুন ও আরো-অনেকে।

এছাড়াও যে সব সংগীত শিল্পী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে যাননি কিন্তু যাঁদের গান স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়েছে তাঁদের মধ্যে ছিলেন, আংশুমান রায় এবং শাহনাজ বেগম (পরবর্তীকালে শাহনাজ রহমতউলণ্টাহ) অন্যতম।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত বিখ্যাত স্ণ্টোগানঃ[১৪]

১–হানাদার পশুরা বাংলাদেশের মানুষ হত্যা করছে আসুন আমরা পশু হত্যা করি।

২–বাংলাদেশের প্রত্যেকটি মুক্তিযোদ্ধা এক একটি গ্রেনেড। শুধু পার্থক্য এই-গ্রেনেড **১** বার ছুড়ে দিলে নি:শেষ হয়ে যায়, আর মুক্তি যোদ্ধারা নিজেদের বার বার ছুড়ে দিয়ে বার বার গ্রেনেড হয়ে ফিরে আসে।

৩–প্রতিটি আক্রমনের হিংসাত্নক বদলা নিন। সংগ্রামকে ঢেউ এর মত ছড়িয়ে দিন।

৪–পদ্মা, মেঘনা, যমুনার মাঝি, কৃষক, কামার, কুমার, তাঁতী, বীর ক্ষেত মজুর হাতে তুলে নিয়েছে মারণাস্ত্র। ওদের বুকে জ্বলে উঠেছে অনির্বাণ আগুন। এরা মরণ পণ করে র‌্ুখে দাঁড়িয়েছে নরখাদক দস্যু সৈন্যের মোকাবিলা করতে।

[১৩] বেলাম মোহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০-২১১।

[১৪] শামসুল হুদা চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪।

৫—সাবাস বাংলাদেশ, এ পৃথিবী অবাক তাকিয়ে রয়, জ্বলে পুড়ে মরে ছারখার তবু মাথা নোয়াবার নয়।

৬—বর্বরতার জবাব আমরা রণাঙ্গনেই দিচ্ছি, রক্তের বদলে রক্ত নেবো। চূড়ান্ড় বিজয় আমাদের হবেই হবে।

৭—ইয়াহিয়ার লেলিয়ে দেয়া কুকুর গুলিকে খতম করে আসুন আমরা নতুন বাংলাদেশ গড়ি।

৮—বাংলাদেশে আজ শত্র" হননের মহোৎসব। প্রতিটি হানাদান দস্যু ও বিশ্বাস ঘাতককে খতম কর"ন। ওদের বিষ দাঁত ভেঙ্গে দিন, বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে অটুট থাকুন।

৯—মুক্তিবাহিনী লড়ছেন আমার জন্য আপনার জন্য বাংলাদেশের ইজ্জতের জন্য।

১০—স্বাধীনতার প্রশ্নে সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালী আজ ঐক্যবদ্ধ। মুক্তি যোদ্ধাদের সবল হাতের হাতিয়ার শত্র"র কলিজায় ঘা মারছে। জয় আমাদের সুনিশ্চিত।

মুজিব নগরে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রচারিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যে ক'জন সংগ্রামী ছাত্র নেতা বাংলাদেশের জনগণের উদ্দেশ্যে মূল্যবান ভাষণ রেখেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন[১৫] নূরে আলম সিদ্দিকী শাহজাহান সিরাজ আব্দুল কুদ্দুস মাখন এম.এ. রেজা প্রমূখ।

স্বাধীন বাংলাবেতার কেন্দ্র থেকে মুক্তিবাহিনীর জন্য প্রচারিত বিশেষ প্রচার পত্রটি ছিল নিম্নরূপ:[১৬]

উবধৎ ঢ়ধঃৎরড়ঃং. এঃযড়ঁংধহফং ড়ভ ষরংঃবহবৎং রহ ঃযব ড়পপঁঢ়রবফ ধৎবধং ড়ভ ইধহমষধফবংয ংবহফ ঃযবরৎ মৎববঃরহমং ধহফ মৎধঃরঃঁফব ঃড়ুড়ঁ ভড়ৎ ঃযব মৎবধঃ ঃধংশুড়ঁ যধাব ঃধশবহঁঢ়ড়হ্ুড়ঁৎ ংবষাবং রিঃয ধ ারবি ঃড় ভৎববরহম ঃযব ঢ়বড়ঢ়ষব ড়ভ ইধহমষধফবংয. ণড়ঁ যধাব নঁঃ ড়হষু ড়হব ষরভব ঃড় ষরাব. ণবঃ্ুড়ঁ যধাব পযড়ংবহ ঃড় ংধপৎরভরপব ঃযধঃ, রভ হববফ নব, ভড়ৎ ঃযব সড়ঃযবৎষধহফ. ঐরংঃড়ৎু ংযড়ংি ঃযধঃ ংঁপয ফবফরপধঃবফ নৎধাবৎু রং ধষধিুং ৎবধিৎফবফ রিঃয ারপঃড়ৎু, যিবহ ঃযব চধশরংঃধহ ধৎসু ষধঁহপযবফ ঃযব মবহড়পরফধষ ধিৎ ংরী সড়ঁহঃং ধমড় বি যধফ ঃযড়ঁমযঃ বাবৎুঃযরহম ধিং ড়াবৎ, বি যধফ ঃযড়ঁমযঃ ঃযধঃ সড়ঃযবৎ ইবহমধষ যধং নববহ াধহয়ঁরংযবফ, ধঃ ষবধংঃ ভড়ৎ ফবপধফবং রভ হড়ঃ ভড়ৎ পবহঃঁৎরবং. ইঁঃ,্ুড়ঁ, ঃযব াধষরধহঃ, রসসড়ৎঃধষ ংড়হং ড়ভ ইধহমষধফবংয ংযড়বিফ ঃযধঃ ধ হধঃরড়হ্ুবধৎহরহম ভড়ৎ ভৎববফড়স পধহ ভরমযঃ নধপশ নু ংযববৎ সড়ৎধষ পড়ঁৎধমব বাবহ রভ ঢ়ড়ড়ৎষু ধৎসবফ. ডরঃয রহপড়সঢ়ধৎধনষব পড়ঁৎধমব্ুড়ঁ পড়হভৎড়হঃবফ ধ সড়ফবৎহ ধৎসু ধৎসবফ ঃড় ঃযব ঃববঃয নু ষধঃবংঃ সরষরঃধৎু যধৎফধিৎব. ইু ধ পড়সনরহধঃরড়হ ড়ভ পড়ঁৎধমব, ংশরষষ ধহফ ফবঃবৎসরহধঃরড়হ্ুড়ঁ যধাব রহভষরপঃবফ ংঁপয ধ যবধু ফবধঃয-ঃড়ষষ ড়হ ঃযব চধশরংঃধহর সবৎপবহধৎরবং ঃযধঃ ঃযব ঃৎবফ ড়ভ ঃযব ধিং যধং ধষৎবধফু নববহ ৎবাবৎংবফ. ঠরপঃড়ৎু রং হড়ঃ ড়হষু ধংঁৎবফ্ুরঃ রং াবৎু সঁপয রহ ারবি.

[১৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩।

[১৬] Alamgir Kabir, This was Radio Bangladesh 1971 (Dhaka: Bangla Academy, 1984), PP. 186-187.

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে অংশ গ্রহণকারী শিল্পী এবং কলা-কুশলী-গণ সবাই ছিলেন এক একজন মহান মুক্তিযোদ্ধা-শব্দ সৈনিক। একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ভূমিকা ছিল অত্যন্ড় তাৎপর্যবাহী। এই বেতার কেন্দ্রের শব্দ সৈনিকগণ সাড়ে সাতকোটি মুক্তিকামী বাঙালির মনোবলকে অক্ষুন্ন রাখার জন্য দিবারাত্র কাজ করেছেন। তাঁদের ক্ষুরধার প্রচার মুক্তিযুদ্ধের গতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে সর্বাত্মকভাবে। এই বেতার কেন্দ্রের এক একটি শব্দ ইথারে ভেঁসে এসেছে এক একটি বুলেট হয়ে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইউনিটগুলি এবং শত্রু কবলিত এলাকার সাথে যোগসূত্র বজায় রেখেছিল এই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। এই বেতার কেন্দ্র থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার বার্তা প্রথম প্রচারিত হওয়ার এক ঘন্টার মধ্যে বি.বি.সি. এবং ভয়েস অব আমেরিকা সহ পৃথিবীর বহু বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে এ দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সংবাদ বিশ্বের জনগণের কাছে ছড়িয়ে পড়েছিল।

আকাশবাণী ও বিবিসি

আকাশবাণী ও বিবিসি মুজিব নগর সরকারের আওতাধীন কোন প্রচার মাধ্যম ছিলনা। তবুও আকাশবাণী মুজিবনগর সরকার গঠিত হবার পর ১১ এপ্রিল প্রধান মন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের ভাষণ প্রচার করে।[১৭] ১০ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠনের দিনেই অলইি"য়া রেডিওর শিলিগুড়ি কেন্দ্র তাজউদ্দিন আহমদের ভাষণ প্রচার করেছিল।[১৮] ১৭ এপ্রিল সরকারের শপথ গ্রহণের পুরো অনুষ্ঠান আকাশবাণী প্রচার করে।[১৯] আকাশবাণী মুজিবনগর সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রী এবং ভারতে আশ্রিত বিশিষ্ট্য ব্যক্তিদের অনেক সাক্ষাৎকার ভাষণের অংশ বিশেষ এবং অনেক অনুষ্ঠানের খবর প্রচার করে। বিশেষ করে রেডিও পাকিস্ড়ানের অনেক প্রপাগান্ডার জবাব দেয় আকাশবাণী। এসব কর্মকা" যুদ্ধরত বাঙালিদের মনোবল বৃদ্ধি করেছিল। শওকত ওসমান আকাশবাণীর সংবাদ পাঠক দেবদুলাল বন্দ্যো পাধ্যায়কে একজন ফিল্ড মার্শালের সাথে তুলনা করে বলেছেন যে, তিনি মিত্রশক্তির সহায়ক সংবাদ পাঠকরূপে নিজের কণ্ঠস্বরের সংগে বাঙালির আত্মার সমন্বয় ঘটিয়ে ছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধে বিবিসির ভূমিকা ছিল অসাধারণ। ২৬ মার্চ রাতের অধিবেশনে বিশ্বসংবাদে বলা হয 'কলকাতা থেকে সংবাদ পত্র প্রতিষ্ঠানের খবরে প্রকাশ যে, পূর্বপাকিস্ড়ানের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান এক গুপ্ত বেতার থেকে জনসাধারণের কাছে প্রতিরোধের ডাক দিয়েছেন। বিরোধী পক্ষকে তিনি শত্রুশক্তি বলে আখ্যায়িত করেন। ঢাকায় শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আলোচনা অন্ড়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের পশ্চিম পাকিস্ড়ানের প্রত্যাবর্তনের পর পূর্ব পাকিস্ড়ানের উপর সর্বশেষ নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। এই নির্দেশ অনুযায়ী কোন প্রকার বিক্ষোভ প্রদর্শন, শোভাযাত্রা কিংবা প্রকাশ্য বক্তৃতা প্রদান নিষিদ্ধ করা হয়েছে।[২০]

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে শরণার্থী সমস্যা সম্পর্কে বিবিসি অসংখ্য রিপোর্ট প্রচার করে। জুনমাসের শেষ দিকে বিবিসির অনুষ্ঠান সংগঠক মার্কটালি রনাঙ্গনের অবস্থা নিজ চোখে দেখার জন্য লন্ডন ত্যাগ করেন।

[১৭] বেলাল মোহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১।

[১৮] নূর"ল কাদের, একাত্তর আমার (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৯), পৃ. ৪২।

[১৯] সিমিন হোসেন রিমি, আমার ছোটবেলা, ১৯৭১ এবং বাবা তাজউদ্দিন আহমদ (ঢাকা: প্রতিভাস, ২০০১)।

[২০] মোঃ ফায়েক উজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭।

তিনি ভারতের পশ্চিম বঙ্গে শরনার্থীদের অবস্থা এবং বাংলাদেশ ভূখন্ডের বিভিন্ন রনাঙ্গন পরিদর্শন করেন। ৭ জুলাই রাতের অধিবেশনে মার্কটালির পাঠানো প্রতিবেদন প্রচারিত হয়। এতে কিভাবে বাঙ্গালিদের উপর বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতন করা হয়েছে তার বিবরণ দেন।[২১]

হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর পাকিস্ড়ানের নির্যাতন, পাকিস্ড়ানের প্রশাসনের উপর বাঙালিদের অনাস্থা এবং স্বাধীন বাংলাবেতার কেন্দ্রের প্রতি মানুষের নির্ভরতার যে খবর সে দিন এবং পরবর্তীতে বিবিসি প্রচার করেছিল তা মুক্তিযুদ্ধে জনমত গঠনে সহায়তা করে। স্বাধীনবাংলা বেতার ছিল মুজিব নগর সরকারের প্রধান মাধ্যম। বিবিসির মাধ্যমে মূলতঃ তার স্বীকৃতিই দেয়া হয়। এভাবে বিবিসি মুক্তিযুদ্ধে জনমত গঠনে সহায়তা করে।

গণমাধ্যম

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ছাড়াও মুক্তিযুদ্ধের সময় গণমাধ্যম হিসেবে মূল্যবান অবদান রেখেছে মুজিব নগর এবং বিভিন্ন মুক্তাঞ্চল, যুক্তরাজ্য ও কানাডা থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা। গেরিলা আক্রমণ ও সম্মুখ সমরসহ মুক্তিযোদ্ধাদের নানা ধরণের তৎপরতার খবরের পাশাপাশি এই পত্রিকাগুলিতে থাকত বাংলাদেশ সরকারের কার্যক্রম ও নির্দেশাবলী, রাজনৈতিক দল ও নেত্রীবৃন্দের বিবৃতি ও তৎপরতা, প্রবাসে বাঙালিদের সংগঠন ও আন্দোলনের খবর এবং বাঙালি কূটনীতিকদের কার্যক্রমের বিস্ড়ারিত বিবরণী। মুক্তিযুদ্ধে সে সকল পত্র-পত্রিকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তাদের মধ্যে উলেণ্টখযোগ্য ছিল নিম্নরূপঃ[২২]

জয়বাংলা, বাংলাদেশ, বঙ্গবাণী, স্বদেশ, রণাঙ্গন, স্বাধীন বাংলা, মুক্তিযুদ্ধ, সোনার বাংলা, বাংলার মুখ, বিপণ্টবী বাংলাদেশ, জন্মভূমি, বাংলার বাণী, নতুন বাংলা, মুক্তবাংলা, সাপ্তাহিক বাংলা, দাবানল, সংগ্রামী বাংলা, অগ্রদূত, ইধহমষধফবংয, ঞযব ঘধঃরড়হ, ইধহমষধফবংয ঘবংি ষবঃঃবৎ, ইধহমষংফবংয ঞড়ফধু প্রভৃতি। উলেণ্টখ্য যে, বিভিন্ন ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও রাজনৈতিক দলের উদ্যোগে প্রকাশিত এই পতিকাগুলো সকল পর্যায়েই মুজিবনগর সরকারের প্রতি অনুগত ছিলো। সন্নিবেশিত গণহত্যা ও নির্যাতন, গেরিলা ও সশস্ত্রযুদ্ধের খবর ও পরিবেশন করতো।

সাড়ে সাতকোটি বাঙালি যে মুহূর্তে ইয়াহিয়া খানের লেলিয়ে দেয়া বাহিনীর কবলে নিষ্পেষিত হয়ে মৃত্যুর দিন গুণছিল ঠিক সেই মুহূর্তে জন্ম নেওয়া স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র দীর্ঘ ন' মাস ধরে অমিততেজ, ওজস্বিনী ভাষা আর দৃপ্ত কণ্ঠে জংগী অনুষ্ঠান প্রচারের মাধ্যমে বাংলার আপামর জনগণ ও এর অতন্দ্র প্রহরী মুক্তি যোদ্ধাদের সার্বক্ষণিক অনুপ্রেরণা দিয়ে শক্তি দিয়ে সাহস দিয়ে দিশেহারা মুক্তিকামী বাঙালিকে বিজয়ের সিংহদ্বার পৌছে দিয়ে পৃথিবীর মানচিত্রে স্বাধীন সার্বভৌম দেশগুলির পাশে সংযোজন করেছে আর একটি নতুন দেশ- বাংলাদেশ। পৃথিবীর স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে এত বড় অবদান আর কোনও বেতার ও গণ মাধ্যম রাখতে পেরেছিল কিনা তা আমাদের জানা নেই। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র সাড়ে সাত কোটি বাঙালির (বর্তমানে প্রায় পনের কোটি বাংলাদেশীর) যথার্থই মুক্তির অগ্রদূত হিসেবে এ দেশের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

[২১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮।

[২২] হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাঃ), বাংলাদেশের স্বাধীনতার দলিল পত্র (ঢাকা: মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রাণালয়, ২০০৪), ষষ্ঠ খন্ড, পৃ. ১-৭০৯।